দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 25 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

139

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসেনি

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখনও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসেনি। এক সপ্তাহ আগে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির এই অবনতি ঘটে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঘটনায়

২-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডাকসু নির্বাচন একবার পেছানো হয় এবং পরে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

এদিকে গতকাল সিণ্ডিকেটের এক সভায় গত ক'দিনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নিন্দা করা হয় এবং ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু ও শান্ত পরিবেশের জন্য সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

এক সপ্তাহ আগে ১৮ জুলাই ক্যাম্পাসে মুজিববাদী ছাত্র লীগের মিছিলে মিলন হত্যার আসামীদের অংশগ্রহণের পর পরই মধুর কেন্টিন এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। মিলন হত্যার আসামীদের গ্রেফতার না করায় একদল ছাত্র পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এদিনই নিরাপত্তার অভাবে জহুরুল হক হল ও এসএম হলের প্রভোস্ট পদত্যাগ করেন। এছাড়া তার ছেলের উপর হামলার কারণে প্রক্টরও পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

পরদিন ১৯ জুলাই মুজিববাদী ছাত্র লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে মধুর কেন্টিনে আবারো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এদিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তির দাবীতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা এদিন বৈঠকে বসেন এবং ভর্তির ব্যবস্থা না হলে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।

২০ জুলাই ছিল ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র পেশের দিন। কিন্তু ছাত্র নেতাদের ভর্তির ব্যবস্থা না হওয়ায় জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল, ইসলামী ছাত্র শিবিরসহ দু-একটি সংগঠন ছাড়া বাকিরা নির্বাচন বর্জন করার কথা জানায়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এদিন নির্বাচন বিরোধী মিছিল বের করে।

২১ জুলাই সিণ্ডিকেটের এক সভায় ডাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ৫ আগস্ট নির্ধারণ করা হয় এবং ২৫ জুলাই মনোনয়নপত্র পেশের সময় দেয়া হয়। কিন্তু ছাত্রনেতাদের ভর্তির বিষয়টি অনুচ্চারিতই থেকে যায়। এ প্রেক্ষিতে পরদিন ২২ জুলাই একদল ছাত্র ডাকসু নির্বাচনের তারিখ বাতিলের দাবীতে সন্ধ্যায় ভিসির অফিসের জানালার কাঁচ ভাঙচুর করে এবং পরে টিএসসি এলাকায় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

এ সময় কয়েক রাউণ্ড গুলীও বর্ষিত হয়। এর পরই একদল তরুণ ভিসির বাসভবনের গেটে ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতির এই দ্রুত অবনতিতে ভিসি ডাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন।